3rd Sem (G) U-II

1) What is meant by Nirvāṇa in Buddhism?
2) Discuss the nature of Nirvāṇa as stated by Buddha.

A:- 1) বুদ্ধদেব দ্বিতীয় আর্যসত্যে দেখিয়েছেন দুঃখের মূল কারণ হল অবিদ্যা। তাই তৃতীয় আর্যসত্যে বলেছেন যদি অবিদ্যার বিনাশ হয় তাহলে দুঃখেরও বিনাশ হয়। অবিদ্যার বিনাশ হতে পারে আটটি আর্যসত্য অনুসরণের মাধ্যমে। আটটি আর্যসত্য অনুসরণ করলে লোভ বিলুপ্ত হয়, তখন পুনর্জন্মের কারণের সংস্কারও বিলুপ্ত হয় এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বৌদ্ধ দর্শনে এই দুঃখ নিবৃত্তিকেই নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'নির্বাণ' অর্থে দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি লাভ বোঝায়।

বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে, মানুষ আর্য অষ্টাঙ্গিক অনুসরণ করে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে নিজের প্রচেষ্টায় এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করতে পারে। কোনোকারণে দুঃখ দূর করার বাসনা যখন মানুষের তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন মানুষের পুনর্জন্মের অবসানও দূর হয়ে যায়। তখন সেই ব্যক্তি অস্তিত্বের থেকে মুক্ত হয়, অস্তিত্বের আর তার বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়, সে হয় মুক্ত ও স্বাধীন। এইভাবে যে চিরন্তন দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে তাকে বলা হয় অর্হৎ বা পূজনীয়। দুঃখের অত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই বলা হয় নির্বাণ।

2) নির্বাণের প্রকৃতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব কি বলেছেন তা জানা যায় নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা নির্বাণের প্রকৃতি সম্পর্কে আটটি ভিন্ন মত পোষণ করেন। সেগুলি নিম্নরূপ —

a) নির্বাণ হল পূর্ণ বিলুপ্তি (Pure annihilation): —

অনেকে 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ নিভে যাওয়া করে নিয়ে থাকেন। নির্বাণ হল আত্মার পূর্ণ বিলুপ্তি। এই মতে কামনা-বাসনাই হল জীবন এবং নির্বাণে যেহেতু কামনা-বাসনার অত্যন্তোচ্ছেদ ঘটে, তাই জীবের আত্মারও পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। রত্নসূত্রে বলা হয়েছে "নির্বান্তি ধীরা যথায়ং প্রদীপো"। অর্থাৎ তেলের অভাবে প্রদীপ নির্বাপিত হলে যেমন দীপশিখার অবলুপ্তি ঘটে, তেমনি কামনা বাসনা নিবারিত হলে জীবেরও অবলুপ্তি ঘটে।

কিন্তু এই মতের সমালোচনায় হিরিয়ান্না (Hiriyanna) বলেছেন, নির্বাণকে এভাবে অভাবাত্মক অবস্থা বলে বুঝে নিশ্চিত লাভ করেই নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক দেখা যায় না এবং তা হলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কারণই সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধ উপদেশের গ্রহণযোগ্য করতে হলে নির্বাণকে অভাব বিলুপ্তিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

খ) নির্বাণ এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা (A state of bliss):- অনেকে বলেছেন নির্বাণ এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা, কারণ ধম্মপদে বলা হয়েছে - "নির্বাণং পরমং সুখং"। নির্বাণে যদি কামনা বাসনার নিবারণ ঘটলে মানুষের দ্বেষ ও লোভের উচ্ছেদ হয় এবং মানুষ পরম শান্তি লাভ করে, চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে ওঠে এবং এক নিত্য আনন্দের অধিকারী হয়।

কিন্তু নির্বাণ অবস্থাকে এরূপ ভাবাত্মক অভিমত বুদ্ধের অনুমোদিত নয়। কারণ নির্বাণ শাশ্বত আনন্দের অবস্থা হলে পুনরায় এক শাশ্বত আত্মাকে অনিবার্য স্বীকার করতে হয়।

গ) নির্বাণ হল অচিন্ত্যনীয় অবস্থা (Inconceivable state):- অর্থাৎ নির্বাণকে এক অচিন্ত্যনীয়, অবর্ণনীয় অবস্থা বলেছেন। এই অবস্থা ভাবাত্মক, না, অভাবাত্মক - তার বর্ণনা

করা যায় না, এই দুটি সমান অবস্থার মধ্যে আবার কোনোটিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় না; অর্থাৎ এটি অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য নয়, আবার বুদ্ধিগ্রাহ্যও নয় — তাই নির্বাণ, ঈশ্বর শুধু যুক্তির মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু কোন আচার মাধ্যমেই বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং নির্বাণ অবর্ণনীয় অবস্থা।

* iv) নির্বাণ এক শাশ্বত অপরিবর্তনীয় অবস্থা (changeless state):- হেরোডিয়ান নির্বাণকে শাশ্বত অপরিবর্তনীয় অবস্থা বলেন, তাঁর মতে নির্বাণের উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই, তাই ঈশ্বর শাশ্বত। আবার নির্বাণ অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব শাশ্বত থাকে না ~~এবং~~ দুঃখানুভূতি থাকে না আবার ব্যক্তিত্বের কোন পরিবর্তন ঘটে না, সুতরাং নির্বাণ অপরিবর্তনীয় এক আত্মিক অবস্থা।

কিন্তু নির্বাণ সম্পর্কিত এই ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এই মত বুদ্ধের অনিত্যতার বিরোধী; অনিত্যতার অনুসারে কোন কিছু শাশ্বত বা নিত্য নয় — সবকিছু পরিবর্তনশীল, যদি তাই হয় তাহলে নির্বাণকে অনিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থা বলে মেনে নিতে হয়।

নির্বাণ সম্পর্কিত এখানকার চারটি মতের মধ্যে শেষোক্ত অন্তিমটি অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়; কারণ বুদ্ধের মে কোনোটিকে অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তা প্রসূত, কারণ অন্যদিকে অন্যান্য মে লৌকিক আচার মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না — বুদ্ধদেবের নির্বাণের মাধ্যমে অন্ততঃ নির্বাণ সম্পর্কে এই অভিমতই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

— o —